গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রাণিসম্পদ-২ অধিশাখা
www.mofl.gov.bd

আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল-আযহা, ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে কোরবানির পশুর চাহিদা নিরুপণ, সরবরাহ এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কোরবানির পশুর অবাধ চলাচল/পরিবহন নিশ্চিতকল্পে প্রস্তুতিমূলক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি	:	জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ	:	১৪-০৬-২০২৩ খ্রিঃ
সভার সময়	:	সকাল ১০.০০ ঘটিকা
স্থান	:	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সভার উপস্থিতি 'পরিশিষ্ট ক' তে সংযুক্ত করা হলোঃ

সভাপতির অনুমতিক্রমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নাহিদ রশিদ সরাসরি এবং ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণকারী সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। বিগত বছরে সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে সফলভাবে কোরবানি ঈদ সুসম্পন্ন হয়েছে। কোরবানির পশুর অবাধ পরিবহণ নিশ্চিতকরণ, চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি সংকট পরিহারের জন্য এবারও প্রয়োজনীয় সকল সহযোগিতা প্রদান করা হবে। অতঃপর তিনি সভা পরিচালনার জন্য জনাব এ.টি.এম. মোস্তফা কামাল, অতিরিক্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানান।

২.০। জনাব এ.টি.এম. মোস্তফা কামাল, অতিরিক্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় জুম প্লাটফর্মে সংযুক্ত বিভাগীয় কমিশনারবৃন্দ এবং সভায় উপস্থিত বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তরের পরিচালকগণসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, খামারী সংগঠনের প্রতিনিধি, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধি এবং সংযুক্ত অন্যান্য এর ধারাবাহিকতা এ বছরও সফলভাবে কোরবানী কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষে এ সভা আহবান করা হয়েছে। তিনি সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনি জানান গত বছর সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে সফলভাবে কোরবানি ঈদ সুসম্পন্ন হয়েছে। কোরবানির পশুর অবাধ পরিবহণ নিশ্চিতকরণ, পশুর চাহিদা নিরূপণ ও সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্যাদি উপস্থাপনের জন্য পরিচালক উৎপাদন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে আহবান জানান।

৩.০। জনাব এবিএম খালেদুজ্জামান, পরিচালক উৎপাদন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় উপস্থাপন করেন যে, এ বছর প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনামূলক পত্র প্রদান, খামারিদের তালিকা সংরক্ষণ ও নিয়মিত মনিটরিং , জেলা/উপজেলাসহ বিভিন্ন সমন্বয়ে সভায় সঠিক পদ্ধতিতে হৃষ্টপুষ্টকরণে স্টেরয়েড, হরমোন ইত্যাদি ব্যবহারের কুফল বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের পাশাপাশি ৭২ হাজার ৫৬৩ জনা খামারিকে গবাদি পশুর হৃষ্টপুষ্টকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১১,৪৩৪টি উঠান বৈঠক, ২,১৪,০৮৭টি লিফলেট ও পোস্টার বিতরন ও ৮৭,০৯৫টি খামার পরিদর্শন করে স্টেরয়েড/হরমোন এর অপপ্রয়োগের কৌশল বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। সীমান্তবর্তী জেলাসমূহে অবৈধ গবাদিপশুর অনুপ্রবেশ বন্ধে ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় হতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে বিগত বৎসরে ৬টি পশুর হাটে ৩৩ কোটি টাকার ডিজিটাল লেনদেন করে। এ বৎসর প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সহায়তায় ২৬টি জেলায় ১০টি ব্যাংক ও ৩টি এমএফএস প্রভাইডারের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করেছে। তাছাড়া, হাটে বিভিন্ন ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিং সুবিধা বিদ্যমান থাকবে। ২০২৩ সালে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে গবাদিপশু কোরবানির জন্য কোরবানির চামড়া ছাড়ানো ও সংরক্ষণ বিষয়ে ৩১ হাজার ৭ শত ৯৯ জন পেশাদার ও অপেশাদার কসাইকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৪.০। জনাব শাহ ইমরান, সাধারন সম্পাদক, বাংলাদেশ ডেইরী ফার্মারস এসোসিয়েশন বলেন, সারাদেশে এবারের প্রস্তুতি অনেক সন্তোষজনক। তিনি জানান, ঢাকা শহরে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল থেকে গবাদি পশুর বড় একটি অংশ সরবরাহ হয়ে থাকে। কোরবানি পশুর সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে পরিবহণে হয়রানি, ফেরী পারাপারে অগ্রাধিকার, ইজারাদারদের অনৈতিক হাসিল আদায় এবং গরু ব্যবসায়ীদের টাকা পয়সার নিরাপত্তা বিধানের জন্য ৯৯৯ ব্যবহার করে প্রতিকারসহ সীমান্তবর্তী জেলাসমূহে অবৈধভাবে গবাদি পশু অনুপ্রবেশ বন্ধে সরকারকে অধিক কঠোর হওয়ার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাছাড়া তিনি খামারে বিক্রয়কৃত গবাদি পশু হাসিল যোগ্য নয় এবিষয়ে নির্দেশনা প্রদানসহ ডিজিটাল ব্যাংকিং কার্যক্রম বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন।

৫.০। জনাব হাবিবুর রহমান, যুগ্ম সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ জানান যে, খামার হতে বিক্রয়কৃত কোরবানির পশুর হাসিল প্রদান প্রযোজ্য নয়, দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে ক্রেতা-বিক্রেতার নিরাপদ আর্থিক লেনদেন, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতাসহ পারিপার্শ্বিক পরিবেশ নিশ্চিতকরনে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে বিভাগীয় কমিশনারগণ এবং সিটি কর্পোরেশনের মেয়রগণকে নির্দেশনা প্রদানে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৬.০। জনাব মোঃ শামীম হাসান, উপসচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ কোরবানির পশু পরিবহনসহ যেকোন সমস্যার জরুরী সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ৯৯৯ নম্বরে যোগযোগ করার অনুরোধ জানান। তিনি অত্র সভার কার্যবিবরণী জননিরাপত্তা বিভাগে প্রেরণ করার অনুরোধ জানান এবং সে মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

৭.০। জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম ভূইয়া, উপসচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জানান, সারাদেশে পবিত্র ঈদ-উল-আযহা ২০২৩ সফলভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের সহযোগিতা প্রদান নিশ্চিতকল্পে ইতোমধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সভা করা হয়েছে।

৮.০। বিভাগীয় কমিশনার ময়মনসিংহ জুম প্লাটফর্মের মাধ্যমে জানান যে, ময়মনসিংহ বিভাগে ২০২৩ সালে কোরবানিযোগ্য গবাদিপশুর চাহিদার থেকে প্রাপ্যতা অনেক বেশি থাকায় কোন সমস্যা হবেনা। তাছাড়া কোরবানির পশু পরিবহনের ক্ষেত্রে যাতে কোন চাঁদাবাজি না হয় সেদিকে নজরদারি রাখার পাশাপাশি সঠিক পদ্ধতিতে যাতে কোরবানিকৃত পশুর চামড়া সংরক্ষণেরে বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে আশ্বাস প্রদান করেন।

৯.০। বিভাগীয় কমিশনার সিলেট জুম প্লাটফর্মের মাধ্যমে জানান, সিলেট বিভাগে বিভাগীয় পর্যায়ে ইতোমধ্যে মিটিং করা হয়েছে। তাছাড়া হাইওয়েতে যেন কোন হাট না বসে সেদিকে লক্ষ্য রাখার পাশাপাশি কোন গবাদিপশু অনুপ্রবেশে কঠোর নজরদারি রাখতে বিজিবি এবং পুলিশ বিভাগকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া কোরবনিকৃত পশুর চামড়া স্থানীয় পর্যায়ে যাতে কয়েকদিন পর্যন্ত সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা যায় সে ব্যাপারেও ব্যবস্থা নেয়ার তিনি আশ্বাস প্রদান করেন।

১০.০। বিভাগীয় কমিশনার চটগ্রাম জুম প্লাটফর্মের মাধ্যমে জানান মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় দেশের সুস্থ্য সবল মেধাবী জাতি গঠনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় চারটি প্রোটিনই যথা মাছ, মাংস, দুধ ও ডিমের সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাছাড়া কোরবানিকৃত গবাদিপশুর চামড়ায় যেন সঠিকভাবে লবণ প্রয়োগ করা হয় তা নিশ্চিতকরণের আশ্বাস প্রদান করেন এবং কোরবানির ৭ (সাত) দিন পর চামড়া ঢাকায় স্থানান্তরে অভিমত প্রকাশ করেন।

১১.০। বিভাগীয় কমিশনার খুলনা জুম প্লাটফর্মের মাধ্যমে অন্যান্য বিভাগীয় কমিশনারগণের সাথে একমত পোষন করে তিনি কোরবানিযোগ্য গবাদি পশুর অনুপ্রবেশ বন্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করবেন মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন।

১২.০। বাংলাদেশ ব্যাংক জানান যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে বিগত বৎসরে ৬টি পশুর হাটে ৩৩ কোটি টাকার ডিজিটাল লেনদেন করে এবং এ বৎসর এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে। তাছাড়া, হাটে বিভিন্ন ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিং সুবিধা বিদ্যমান থাকবে। খামারী যাতে নিরাপদে ব্যাংকিং চ্যানেলে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে সে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নিরাপদ জাল নোট সনাক্তকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট হাটসমুহে ডিভাইসসহ জনবলের সংস্থান করা হবে।

১৩.০। জনাব এ.টি.এম. মোস্তফা কামাল, অতিরিক্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সভায় জানান যে, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় কতৃক সংশ্লিষ্ট ইজারাদারকে কোরবানির হাটে ভেটেরিনারি সেবা প্রদানের জন্য নির্ধারিত স্টল বরাদ্দ ও ওয়াশরুমের সুযোগ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করার নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান।

১৪.০। সভাপতি বক্তব্যের প্রারম্ভে সভাকক্ষে ও জুম প্লাটফর্মের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী বিভাগীয় কমিশনারগণসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সভায় যুক্ত থাকায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্বক বলেন, পবিত্র ঈদ-উল-আযহা ২০২৩ উদযাপনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও সরকারের অন্যান্য দপ্তর সংস্থা কাজ করবে। সকল স্থানীয় সরকার, মাঠ প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বিশেষ করে অবৈধ গবাদিপশু অনুপ্রবেশ, খাটাল সংক্রান্ত অসত্য বিজ্ঞপ্তিসহ অন্যান্য অপতৎপরতা বন্ধে বিজিবি এবং পুলিশসহ আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর প্রতি আহবান জানান। তিনি জানান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা হচ্ছে দেশে প্রাণিসম্পদ উৎপাদন এতো বৃদ্ধি পেয়েছে যে কোনভাবেই বাহিরের প্রাণির উপর নির্ভর্শীল হওয়া যাবেনা। তদপ্রেক্ষিতে দেশের অর্থ বিদেশে চলে যায়, অবৈধ উপারে গবাদিপশু অনুপ্রবেশের সময় সীমান্ত উত্তেজনা, পশুস্বাস্থ্যের রোগব্যাধি অনুপ্রবেশ, দেশের খামারী উৎপাদনকারীদের ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই বিবেচনায় কোনভাবেই অবৈধ গবাদিপশুর অনুপ্রবেশ যাতে না ঘটে সেজন্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি আহবান জানান। এক অঞ্চল হতে অন্য অঞ্চলে যাতে গবাদি পশু পরিবহন করা যায় এবং বিক্রেতাগণ স্বাধীনভাবে হাটে প্রবেশ করতে পারেন এবং সড়কে বা সেতুতে কোরবানির পশুবাহী গাড়িকে প্রাধান্য দিতে হবে, যাতে রাস্তায় পশু আটকে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি না হয়। এক্ষেত্রে ৯৯৯ এর ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিকারের ব্যবস্থাসহ পশু কোরবানির ক্ষেত্রে কোন রকম সমস্য যাতে না হয়, সেজন্য সবধরণের পদক্ষেপ নিতে হবে।

সভাপতি আরও বলেন, মহাসড়কে বা যেখানে হাট বসালে যান চলাচল বাধাগ্রস্ত হতে পারে এমন কিছু যাতে না হয় এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হবে। মন্ত্রী আরও বলেন, বিগত বছরের ধারাবাহিকতায় এবারও কোন খামারী নিজ বাড়ি থেকে পশু বিক্রি করলে তাকে হাসিল দিতে হবে না। কোন খামারী তার পশু দূরবর্তী হাটে নিতে চাইলে, রাস্তাঘাটে জোর করে নামাতে বাধ্য করা যাবে না। এক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় সরকারের ইউনিট তথা পৌরসভা, উপজেলা বা ইউনিয়ন পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন এ বিষয়টি নিশ্চিত করবে। হাটে আনার পথে কেউ প্রাণি বিক্রি করলে তার কাছ থেকে ইজারা গ্রাহক জোর করে চাঁদা বা হাসিল গ্রহণ করতে পাবে না। এটা আমরা নিশ্চিত করতে চাই। নগদ টাকা বহণ না করে বিকল্প উপায়ে স্মার্ট পদ্ধতিতে খামারীরা যাতে আর্থিক লেনদেন করতে পারে সেজন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে ডিজিটাল লেনদেন কার্যক্রম শুরু করেছে। মন্ত্রী বলেন, অনলাইনে গতবছর গবাদিপশু বিক্রি হয়েছিল। এ বছরও এই পদ্ধতি অব্যাহত থাকবে, যা ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্য সুখকর অবস্থা তৈরি করবে। অনলাইনে

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

ক্রয়কৃত গরু পছন্দ না হলে টাকা ফেরত নেয়ার ব্যবস্থাও এবছর সংযোজন করা হচ্ছে। যাতে ক্রেতারা কোনভাবেই প্রতারিত না হয়। তাছাড়া হাটে ইজারাদারগণ ভেটেরিনারি টিমকে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা প্রদানে আহবান জানান এবং স্টেরয়েড মুক্ত গবাদিপশু ক্রেতাগণ যাতে ক্রয় করতে পারে সেক্ষেত্রে ভেটেরিনারি টিম ভুমিকা পালন করবে।তিনি আরও বলেন, লাভের আশায় কোরবানির অনুপযুক্ত পশু বা রোগগ্রস্ত পশু যাতে কেউ বিক্রির চেষ্টা না করে।

১৪.০। বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতভাবে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

	আলোচ্য বিষয়	**আলোচনা**	**বাস্তবায়নে**
১।	কোরবানির পশুর চাহিদা নিরূপণ, সম্ভাব্য সরবরাহ এবং অবাধ পরিবহন বিষয়ে আলোচনা;	এ বছরে কোরবানিরযোগ্য হৃষ্টপুষ্টকৃত ৪৮ রক্ষ ৪৩ হাজার ৭৫২ টি গরু-মহিষ,৭৬ লক্ষ ৯০ হাজারটি ছাগল-ভেড়া, ২ হাজার ৫৮১ টি অন্যান্য প্রজাতিসহ সর্বমোট ১,২৫,৩৬,৩৩৩টি গবাদিপশুর প্রাপ্যতা আশা করা যাচ্ছে। বিগত বছরে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনসহ সারাদেশে কোরবানিযোগ্য ৪৬ লক্ষ ১১ হাজার ৩৮৩টি গরু-মহিষ, ৭৫ লক্ষ ১১ হাজার ৫৯৭ টি ছাগল-ভেড়া, ১ হাজার ৪০৯টি অন্যান্য প্রজাতিসহ কোরবানিযোগ্য গবাদিপশুর সংখ্যা ছিল সর্বমোট ১,২১,২৪,৩৮৯টি যা দেশীয় উৎস হতে পাওয়া গিয়েছিল। এবছরও গবাদিপশুর পর্যাপ্ত যোগান রয়েছে। এসকল গবাদিপশু সড়কপথ, রেলপথ এবং নৌপথে পরিবহনের সময় পশু ও পশু বিক্রেতার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ কোরবানির পশুবাহী ট্রাক ছিনতাই রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করে পশু পরিবহন নির্বিঘ্ন করতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী (বিজিবি এবং বাংলাদেশ পুলিশ) জেলা প্রশাসন, জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের যৌথ সহযোগিতার প্রয়োজন।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/স্থানীয় সরকার বিভাগ/জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়/ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়/ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়/রেলপথ মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ পুলিশ/ নৌপুলিশ/ বাংলাদেশ কোস্টগার্ড/ বিভাগীয় কমিশনার (সকল)/ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ সিটি কর্পোরেশন।
২।	কোরবানির হাটে ভেটেরিনারি সেবা প্রদানের জন্য স্টল বরাদ্দ ও ভেটেরিনারি মেডিকেল টিম গঠন ও দায়িত্ব প্রদান;	গত বছর ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ১৯টি অস্থায়ী ও ২টি স্থায় পশুর হাটে পশুর প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের জন্য ২২টি ভেটেরিনারি মেডিকেল টিম গঠন করা হয়। ভেটেরিনারি মেডিকেল টিমের কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য কেন্দ্রীয় মনিটরিং টিম এবং বিশেষজ্ঞ মেডিকেল টিম গঠন করা হয়। কোরবানির হাট ব্যবস্থাপনার জন্য ৬টি মনিটরিং টিম ও কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব পালনের জন্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সমন্বয়ে রিজার্ভ টিম গঠন করা হয়। তাছাড়া, সারাদেশে ৩১৯৫টি কোরবানির পশুর হাটে দায়িত্ব পালনের জন্য ১৬২৩টি ভেটেরিনারি মেডিকেল টিম গঠন পূর্বক দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এ বছরও অনুরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	স্থানীয় সরকার বিভাগ/ ঢাকা উত্তর/ দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন/ মহাপরিচালক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৩।	প্রতিবেশী দেশসমূহ হতে গবাদিপশুর অনুপ্রবেশ বন্ধের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ;	সীমান্তবর্তী জেলাসমূহে গবাদিপশুর অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধে প্রতি বছরের মত এ বছরও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, জেলা প্রশাসন, জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের সমন্বিতভাবে কাজ করা প্রয়োজন।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/ জননিরাপত্তা বিভাগ/ বিজিবি/ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড/জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর
৪।	গবাদিপশুতে স্টেরয়েড/ হরমোন এবং অপপ্রয়োগ বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ;	ইতোমধ্যে মহাপরিচালক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নের্দেশনা মোতাবেক বিভাগীয়, জেলা এবং উপজেলায় কর্মরত কর্মকর্তাগণ খামারীদের নিরাপদ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবাদিপশু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রশিক্ষণে স্টেরয়েড/ হরমোন অপপ্রয়োগের কুফল সম্পর্কে অবহিত করেছেন এবং খামারীরা তদানুযায়ী যথাযথ পদক্ষেপ নিয়েছেন।	স্থানীয় সরকার বিভাগ/স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, ঢাকা উত্তর/ দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন/স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়/ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।
৫।	পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে কোরবানি প্রদান, অফাল (নাড়ি ভুড়িসহ অন্যান্য বর্জ্য) পৃথকীকরণ এবং কসাইদের প্রশিক্ষণ;	আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল-আযহা-২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে সড়কের উপরে যত্রতত্র কোরবানির পশু কোরবানী করা এবং অফাল (নাড়ি ভুড়িসহ অন্যান্য বর্জ্য) যথাযথভাবে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে পরিবেশ সুরক্ষার জন্য নিজ উদ্যোগের পরিস্কার করার জন্য সিটি কর্পোরেশনসহ জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক ব্যাপক প্রচার-প্রচারনার উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। তাছাড়া স্বাস্থ্যসম্মতভাবে গবাদিপশু কোরবানির জন্য কোরবানির পশুর চামড়া ছাড়ানো ও সংরক্ষণ বিষয়ে ইতোমধ্যে ১৫ হাজার ১৩২ জন পেশাদার কসাই এবং ১৬ হাজার ৬৬৭ জন মৌসুমি কসাইসহ সর্বমোট ৩১ হাজার ৭৯৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	স্থানীয় সরকার বিভাগ/ জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়/ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়/নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়/ সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়/ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ পুলিশ/ঢাকা উত্তর/ দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন/ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।
৬।	ভেটেরিনারি মেডিকেল টিমের কার্যক্রমের মনিটরিং, যথাযথ প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ;	কোরবানির হাটে ভেটেরিনারি মেডিকেল টিমসহ অন্যান্য বিষয়ে সার্বিক কার্যক্রম মনিটর করার জন্য সিটি কর্পোরেশনের হাটের তালিকা অনুযায়ী মনিটরিং টিম গঠন করা যেতে পারে। BTV ও BTV World এর পাশাপাশি সকল বেসরকারি টিভি চ্যানেলে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত সতর্কীকরণ বার্তা ও টিভি স্ক্রল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।	প্রশাসন উইং, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়/প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়/ জনসংযোগ কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়/ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
৭।	ভেটেরিনারি মেডিকেল টিমের ক্যাম্প স্থাপন ও প্রয়োজনীয় লজিষ্টিক সাপোর্ট প্রদান;	ভেটেরিনারি মেডিকেল টিমের সেবা কর্মীদের জন্য এপ্রোন, মাক্স, চেয়ার-টেবিল , বালতি, মগ ইত্যাদি সরবরাহ করাসহ নিরাপদ খাদ্য/মাংস সম্পর্কিত স্লোগান সম্বলিত টি-শার্ট , ক্যাপ, পোষ্টার, লিফলেট, ব্যানার, ফেষ্টুনসহ ভেটেরিনারি ক্যাম্প সু-সজ্জিত করণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। টিমে কর্মরত সদস্যগণের জন্য পৃথক ওয়াশরুমের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ ঢাকা উত্তর/ দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৮।	কোরবানির চামড়া সংরক্ষণ	কাঁচা চামড়া সংরক্ষণের জন্য লবণ ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রচার প্রচারনা করা। কাঁচা চামড়ার মূল্য নির্ধারণে পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করা।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ বিএলআরআই
৯।	অনলাইন প্লাটফর্মে গবাদি পশু কেনা-বেচা	বিভাগীয় কমিশনারগণ অনলাইনের গবাদি পশু বিক্রয়ের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণে নির্দেশনা প্রদান প্রয়োজন। আপলোডকৃত গবাদিপশুর ক্ষেত্রে মালিকের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, গবাদি পশুর বয়স, ওজন, মূল্য এবং গবাদি পশুর ছবি ইত্যাদি তথ্য প্রদান করতে হবে। সকল সিটি কর্পোরেশন ডেইরী ফার্মার্স এসোসিয়েশন এবং ই-কমার্স এসোসিয়েশন/ গ্রুপের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে অনলাইন গবাদি পশু বেচা-কেনার উদ্যোগে সহযোগিতা প্রদান করবেন।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ/ বিভাগীয় কমিশনার (সকল)/প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ বাংলাদেশ ডেইরি ফার্মার্স এসোসিয়েশন

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

শ ম রেজাউল করিম এমপি
মাননীয় মন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়